শিল্পকলা একাডেমীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আয়োজন

গেল ১৯-২৩ মে জাতীয় জাদুঘর নভেরা মঞ্চে শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত পাঁচ সন্ধ্যাব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এটি প্রধানত ঢাকা এবং দেশের অন্য কয়েকটি স্থানের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত গুণীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ঢাকার বাইরে থেকে যাঁরা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হারুন-উর-রশিদ (খেয়াল) রাজশাহী, রামকানাই দাস (খেয়াল) সিলেট, সত্যজিৎ চক্রবর্তী (সেতার) সিলেট, আজিজুল ইসলাম (বাঁশি) চট্টগ্রাম, অমরেশ রায় চৌধুরী (খেয়াল) রাজশাহী, মানস কুমার দাশ (খেয়াল) কুমিল্লা, সমীর চন্দ্র চন্দ (গিটার) ময়মনসিংহ ও রবিউল হোসেন (খেয়াল) রাজশাহী। দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ ছাড়া ঢাকার বাইরের অন্য কোন স্থানের অংশগ্রহণকারীরা এই আয়োজনে উপস্থিত হননি। রাগসঙ্গীতচর্চার ধারাটি দিন দিন যে কী দুর্বল হয়ে উঠছে আমাদের দেশে এ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঢাকার খ্যাতিমান অনেকেই এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। সবার নাম হয়তো লিখে ওঠা সম্ভব হবে না, কয়েকজনের কথা উল্লেখ করি ঃ যেমন আখ্যায় শাদমাত্রী (খেয়াল), নীলুফার ইয়াসমিন (ঠুংরি), শাহাদাত হোসেন খান (সরোদ), ওমর ফারুক (খেয়াল), আজাদ রহমান (খেয়াল), ইয়ামিন খান (খেয়াল), খুরশীদ খান (সেতার), মতিউল হক খান (সেতার)। মহিলাদের মধ্যে যন্ত্রবাদনে একমাত্র অংশগ্রহণকারী ছিলেন রিনাত ফৌজিয়া (সেতার)।

নানা কারণেই রাগসঙ্গীতের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রচার মাধ্যমগুলো এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে বলে মনে হয় যে, রাগসঙ্গীতের মতো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে উপস্থাপনার বা মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। তাদের ধারণার ভিত্তি সম্ভবত এই যে, রাগসঙ্গীত তো সর্বসাধারণের বোধ্য বা আস্বাদ্য বিষয় নয়। সুতরাং আনন্দদানের এই সরুপথে না হাঁটাই ভালো। তার চেয়ে ভালো এমন কিছু উপস্থাপন করা, যা সহজে বোধগম্য, সবাইকে মাতিয়ে দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি যেন আজ এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে বসেছে এবং এর মধ্য দিয়েই ঘটছে আমাদের নাগরিক সঙ্গীত সংস্কৃতির সর্বনাশ।

এ কথা বিস্মৃত হলে তো চলবে না। রাগসঙ্গীত আমাদের নাগরিক সঙ্গীতের প্রাণ। রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুল সঙ্গীত বা আধুনিক গান, যে যাই করুন, রাগসঙ্গীতের একনিষ্ঠ তালিম তাদের নিতেই হবে। সব নাগরিক গানই কোনো না কোনো রাগসঙ্গীতের ফর্ম থেকে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে বহুবার এ কথা বলেছেন, এমন একটা ধারণা খণ্ডন করার জন্য যে, তিনি হিন্দুস্তানি সঙ্গীতকে এড়িয়ে গিয়ে সঙ্গীত রচনা করেছেন ঃ চেষ্টা যতই করি না কেন হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের সীমাকে কখনো অতিক্রম করতে পারিনি। নজরুলের তো কথাই নেই। তিনি ছিলেন রাগসঙ্গীত অন্তপ্রাণ। রাগসঙ্গীতের যাবতীয় ফর্মকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গানে। পরবর্তী সঙ্গীত রচয়িতাদের কথা ধরলে, তাঁরা যে জনতোষ গান রচনা করেছেন তাও যে কী গভীর ভাবে লঘু খেয়াল ও ঠুংরির অশেষ বৈচিত্র্যে প্রোথিত, তা একটু কান পাতলেই বুঝে ওঠা যায়।

শুধু বাংলা গানের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কেন, রাগসঙ্গীত এক অসামান্য রূপমধুর প্রকাশরীতি। শত শত বছরের সাধনায় ও উদ্ভাবনায় এর ঐতিহ্য নির্মিত হয়েছে। এই উপমহাদেশের যে প্রধান সাংগীতিক পরিচয় পৃথিবীর দেশে দেশে তা রাগসঙ্গীতের জন্যই। কতো দিকপাল গুণী আবির্ভূত হয়েছেন বাঙালি সমাজেই। আজ সেদিক থেকে মুখ ফিরানো মানেই সাধনার দিক থেকে, উৎকর্ষের দিক থেকে, আস্বাদনের দিক থেকে মুখ ফিরানো।

দেয়ালে পিঠ লেগে যাওয়া যাকে বলে, আমাদের গান বাজনার প্রায় সেই অবস্থা। রাগসঙ্গীতের যথার্থ চর্চা ব্যতিরেকে কোনো রেহাই নেই। শিল্পকলা একাডেমীর এই পঞ্চ অধিবেশন আয়োজন চমৎকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা অবিলম্বে করা দরকার, তা হচ্ছে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত প্রশিক্ষণের এক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। একটা প্রজন্ম ব্যবধান ঘটে যাচ্ছে, একে আর বিস্তৃত হতে দেয়া যায় না। শিল্পকলা একাডেমী একা হয়তো পারবে না এই কার্যসূচি সামলাতে। বেতার, টেলিভিশন সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, সবে মিলে এক সঙ্গে, অভিন্ন পরিকল্পনায় কাজ করতে হবে। বর্তমান বিস্তারমান শূন্যতা তা না হলে কিছুতেই পূরণ করা যাবে না।